পুস্তক ছাঁটাই নীতিমালা, ২০২২

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	শিরোনাম	১
২.	পটভূমি	১
৩.	উদ্দেশ্য	১
৪.	সংজ্ঞা	১
৫.	পাঠসামগ্রী ছাঁটাই	১
৬.	ছাঁটাই কমিটি	২
৭.	কমিটির কার্যপরিধি	২
৮.	ছাঁটাইযোগ্য পুস্তক	২-৪
৯.	ছাঁটাই প্রক্রিয়া	৪

১। শিরোনাম :

এই নীতিমালা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন সরকারি গণগ্রন্থাগারের জন্য ''পুস্তক ছাঁটাই নীতিমালা, ২০২২'' শিরোনামে অভিহিত হবে।

২। পটভূমি :

গণমানুষকে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত ও জনগণকে জীবনব্যাপী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে গণগ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে হালনাগাদ ও ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য পুস্তক ছাঁটাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সংগ্রহকে হালনাগাদ, পাঠসামগ্রীর স্থান সংকুলান এবং গ্রন্থাগারের সার্বিক পরিবেশ ব্যবহারকারীদের নিকট আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে ছাঁটাই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

৩। উদ্দেশ্যাবলী :

৩.১। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য ব্যবহারকারীদের হাতে তুলে দেয়াই গণগ্রন্থাগারের সেবা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য।
৩.২। গণগ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তক ও অন্যান্য পাঠোপকরণ হালনাগাদ ও ব্যবহার উপযোগী রাখা।
৩.৩। নতুন পুস্তকের জন্য স্থান সংকুলান।

৪। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়

৪.১। ''প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়'' অর্থ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪.২। ''পাঠসামগ্রী'' অর্থ বই বা ম্যাপ অথবা যে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সামগ্রী যা পাঠ করে জ্ঞানার্জন করা যায়।
৪.৩। ''গণগ্রন্থাগার'' অর্থ সর্বসাধারণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে সকলের জন্য উন্মুক্ত সরকারি গণগ্রন্থাগার।
৪.৪। ''বই'' অর্থ দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত বই।
৪.৫। ''ই-বুক'' অর্থ ইলেকট্রনিক বুক।
৪.৬। ''জার্নাল'' অর্থ সর্বশেষ গবেষণামূলক তথ্য সম্বলিত প্রকাশনা।
৪.৭। ''সাময়িকী'' অর্থ নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রকাশিত পত্রিকা।
৪.৮। ''লিটল ম্যাগাজিন'' অর্থ শিল্পসাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে চলমান ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারা ও মতামত ব্যক্ত করার মুদ্রিত বাহন।
৪.৯। ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অথবা মহাপরিচালকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

৫। পাঠসামগ্রী ছাঁটাই :

৫.১। গণগ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক ও অন্যান্য পাঠোপকরণ নিয়মিত ও বহুল ব্যবহারের ফলে এসব পাঠ্যসামগ্রী আর ব্যবহার উপযোগী থাকে না।

৫.২। গণগ্রন্থাগারে প্রতিবছর নতুন সংস্করণ ও প্রকাশনার পাঠসামগ্রী সংগৃহীত হওয়ার ফলে পুরাতন সংস্করণ ও অব্যবহৃত পুস্তক ছাঁটাই এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

৫.৩। গণগ্রন্থাগারের সংগ্রহকে হালনাগাদ ও ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য ছাঁটাইয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৬। পাঠসামগ্রী ছাঁটাই কমিটি :

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগ, জেলা, উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার সমূহের পুস্তক ছাঁটাই কমিটি :

বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারের পুস্তক ছাঁটাই কমিটি

১।	প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান কাম উপপরিচালক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	আহবায়ক
২।	সহকারী পরিচালক	সদস্য
৩।	লাইব্রেরিয়ান/ সহকারী লাইব্রেরিয়ান, সরকারি কলেজ	সদস্য
৪।	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	সদস্য
৫।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট (ক্যাটালগার)/পাঠকক্ষ সহকারী/লাইব্রেরি সহকারী	সদস্য-সচিব

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারের পুস্তক ছাঁটাই কমিটি

১।	সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান / লাইব্রেরিয়ান / দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা / ডিডিও	আহবায়ক
২।	সহকারী লাইব্রেরিয়ান/ জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান	সদস্য
৩।	লাইব্রেরিয়ান/সহকারী লাইব্রেরিয়ান, সরকারি কলেজ	সদস্য
৪।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট (ক্যাটালগার)/পাঠকক্ষ সহকারী/লাইব্রেরি সহকারী	সদস্য-সচিব

উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারের পুস্তক ছাঁটাই কমিটি

১।	সহকারী লাইব্রেরিয়ান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ডিডিও	আহবায়ক
২।	লাইব্রেরিয়ান/সহকারী লাইব্রেরিয়ান, সরকারি কলেজ	সদস্য
৩।	পাঠকক্ষ সহকারী/লাইব্রেরি সহকারী	সদস্য-সচিব

৭। কমিটির কার্যপরিধি :

ছাঁটাইযোগ্য পুস্তক নির্বাচন ও তালিকা তৈরী।

৮। ছাঁটাইযোগ্য পুস্তক :

৮.১। সাধারণ জ্ঞান : সাধারণ জ্ঞানের বই যেমনঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়েরি, বিসিএস গাইড ইত্যাদি যে সব বইয়ের তথ্য সাম্প্রতিকতা হারিয়েছে যা ইতিহাস লেখার উপাদান হিসেবে কাজে লাগে না সেগুলো ছাঁটাই করা যাবে। তবে নতুন প্রকাশনা / সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে এসব বই ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.২। বিশ্বকোষ : কোন বিশ্বকোষের নতুন সংস্করণ প্রকাশ হলে পুরাতন সংস্করণের ব্যবহারিক গুরুত্ব তেমন থাকেনা। এ ধরণের পাঠ্য সামগ্রী ছাঁটাই করা যেতে পারে। নতুন প্রকাশনা/সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরোনো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.৩। **সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ :** সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বই বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক ছাঁটাই করা যাবে। আইন বিষয়ক কোন পুস্তক ছাঁটাই করা যাবে না, তবে গ্রন্থাগারে নতুন প্রকাশনা/সংস্করণ সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরোনো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.৪। **ভাষাতত্ত্ব :** ভাষা বিষয়ক বই যেমন - বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজী গ্রামার বা বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস ও সমালোচনা ইত্যাদি বই ছাঁটাই করা যাবে না। তবে একই বইয়ের নতুন সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হলে ব্যবহার অনুপযোগী এবং পুরাতন সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.৫। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কোন বইয়ের নতুন সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরানো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.৬। **ললিত কলা :** ললিত কলা বিষয়ক বই ছাঁটাই করা যাবে না। তবে নতুন সংস্করন সংগ্রহ করা সাপেক্ষে ব্যবহার অনুপযোগী বই ছাঁটাই করা যাবে।

৮.৭। **সাহিত্য :** সাহিত্যের বই যেমন-কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস যেগুলোর সাহিত্য মূল্য আছে বা ক্লাসিক সাহিত্য সেগুলো ছাঁটাই করা যাবে না। তবে এমন সাহিত্য যার সাহিত্য মূল্য নেই বা লেখক তেমন পরিচিতি নন তা ছাঁটাই করা যেতে পারে। বেস্ট সেলার সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মূল্য প্রায় নতুন বইয়ের মূল্যের সমান হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রেও নতুন প্রকাশনা/সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরানো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.৮। **ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনী :** যে কোন দেশ বা অঞ্চলের ইতিহাস, ভূগোল এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবনী বিষয়ক বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা থাকায় এবং এ ধরণের বইয়ের তথ্য পরিবর্তনশীল নয় বিধায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এ জাতীয় পুস্তক ছাঁটাই করা যাবে না। পুরাতন ব্যবহার অনুপযোগী ও বিনষ্ট বই ছাঁটাই করা যাবে।

৮.৯। ইয়ারবুক, হ্যান্ডবুক, অ্যালম্যানাক ইত্যাদি বই নিয়মিত প্রকাশ হওয়ায় নতুন সংস্করণ/প্রকাশনা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরানো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.১০। স্থানীয় কোন লেখকের বই অর্থাৎ গ্রন্থাগারটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলের লেখক বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন লেখকের বই যে কোন বিষয়ের হোক না কেন তা ছাঁটাই করা যাবে না। বিনষ্ট বই ছাঁটাই করা যাবে।

৮.১১। গণগ্রন্থাগারে যে কোন বিষয়ের উপর বই যদি ছিঁড়ে যায় এবং সহজলভ্য হয়, তাছাড়া বাঁধাই মূল্য যদি প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত বইগুলো ছাঁটাই করে নতুন বই ক্রয় করা যেতে পারে।

৮.১২। পুরাতন সংস্করণের বইগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় ধুলোবালি জমে বইয়ের পাতা শক্ত ও মোটা হয়ে যায়। ফলে সহজেই পাতাগুলো ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। এরুপ ক্ষেত্রে অব্যবহৃত বইগুলো ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.১৩। মাঝে মাঝে গণগ্রন্থাগারের বইসমূহ পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। সে ক্ষেত্রে আক্রান্ত পুস্তকগুলো সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করে সে বইগুলো দ্রুত ছাঁটাই করা যেতে পারে।

৮.১৪। ধর্ম ও দর্শন : ধর্ম বিষয়ক বই যেমন কোরআন, হাদীস, বাইবেল, গীতা এবং দর্শন শাস্ত্রের বই ছাঁটাই করা যাবে না।

৯। ছাঁটাই প্রক্রিয়া :

৯.১। ছাঁটাই কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান থাকবে।

৯.২। সতর্কতার সাথে ছাঁটাইযোগ্য বই সেলফ থেকে পৃথক করতে হবে।

৯.৩। ছাঁটাই এর জন্য পৃথককৃত বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

৯.৪। ছাঁটাইকৃত বইয়ের তালিকা নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

৯.৫। ছাঁটাইকৃত বইয়ের তালিকার প্রতি পাতায় ছাঁটাই সীল দিতে হবে।

৯.৬। অনুমোদনের পর ছাঁটাই / খারিজকৃত বইগুলো লাইব্রেরি থেকে সরিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।

৯.৭। ছাঁটাইকৃত বইয়ের ক্যাটালগ কার্ড ক্যাবিনেট থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৯.৮। অন্তর্ভুক্তি রেজিস্টারে ছাঁটাইকৃত বইগুলোর অন্তর্ভুক্তি নম্বর (Accession Number) - এর বিপরীতে মন্তব্য কলামে ছাঁটাই সীল দিতে হবে।

২৭.৪.১২

(মোঃ আবুবকর সিদ্দিক)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)